১১-০৪-১৮ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- এখন সুইট হোম ফিরে যেতে হবে তাই পুরানো দুনিয়ার কর্মের দেওয়া -নেওয়া বা হিসাব-নিকেশ মেটাও, যোগবলের দ্বারা বিকর্মজীত হও"

প্রশ্ন:- তোমরা বাচ্চারা লাইট হাউস স্বরূপে বাবার সঙ্গে যোগ যুক্ত হও কেন ?

উত্তর :- কারণ সবাইকে এই নরক রূপী নোনা সাগর পার করাতে হবে তোমাদের । তোমরা মুক্তিধাম ও জীবনমুক্তিধাম যাওয়ার জন্যে যোগে বসে প্রত্যেককে সার্চ লাইট প্রদান কর। তোমরা হলে রূহানী পান্ডা , সবাইকে সুইট হোমের পথ ঠিকানা বলে দিতে হবে তোমাদের। সবাইকে জ্ঞান ও যোগের ডানা প্রদান করতে হবে ।

গান :- প্রিয়তম এসে মিলিত হও .....

ওম্ শান্তি। বাচ্চাদের বোঝান হয়েছে যখন অন্ধকার রাত হয় তখনই প্রিয়তমাদের প্রিয়তম আসেন অর্থাৎ সজনীদের সজন আসেন। সজনী কেন বলা হয় ? কারণ আত্মা যখন দেহের সঙ্গে থাকে তখন হয় সজনী । সজনীরা নিজের অশরীরী সজনকে স্মরণ করে।

বাবা বলেন - বাচ্চারা, তোমরা জানো পরম পিতা পরমাত্মা পরমধাম থেকে এসে এই দেহে প্রবেশ করে পড়ান ! গুহ্য কথা শোনান। বাবা বোঝান - বাচ্চারা, নিজেকে অশরীরী ভাবো। আমি আত্মা, এই হল আমার শরীর। আত্মার নিশ্চয় হয়েছে এখন হল ঘোর অন্ধকার অর্থাৎ দুনিয়া হল তমোপ্রধান। এই দুনিয়ার বিনাশ হবে। বাবা এসেছেন আমাদের নিয়ে যেতে, অশরীরী স্বরূপে ফিরে গেলে চারিপাশ নিঃশব্দ হয়ে যাবে। আত্মা যখন অশরীরী হয় তখন বাড়িতেও ঘন নিঃশব্দতা ছেয়ে যায়। রাত্রে আত্মা যদিও শরীরে থাকে তবুও আত্মা ক্লান্ত হয়ে অশরীরী হয়ে যায়। শরীরের অনুভূতি থাকেনা তাকেই নিদ্রা বলা হয়। তোমরা বাচ্চারা এখানে বসে নিজেকে অশরীরী অনুভব করো, তাহলে শান্তি পূর্ণ নিঃশব্দতা হয়ে যাবে। বুঝবে, এখানে যেন সবাই অশরীরী রূপে বসে আছে। ঘর পরিবার থেকে একজন সদস্যও চলে গেলে কত নিঃশব্দতা হয়ে যায় ! কোটি কোটি মানুষ মরবে। এ তো বেহদের ঘর তাই না ! সব আত্মারা ফিরে যাবে।

তোমরা জানো বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর। যদি সর্বব্যাপী বলা হবে তাহলে অনেকেই জ্ঞানের সাগর পতিত পাবন হয়ে যাবে, কিন্তু এমন হয় না। বাবা বসে বাচ্চাদের সঙ্গে কথা বলেন যে যেমন আমি পরম আত্মা হই স্টারের মতন, তেমনই তোমরাও হলে স্টারের মতন। আমি শুধু জন্ম মরণের চক্রে আসি না। তোমাদের জনম মরণের চক্রে এসে পার্ট প্লে করতে হয়, ৮৪ জন্মের। যেমন তোমরা হলে আত্মা , আমিও হলাম আত্মা। কিন্তু মহিমা সবার পৃথক পৃথক রয়েছে। প্রেসিডেন্ট, প্রাইম মিনিস্টার সবার আলাদা আলাদা পার্ট আছে। তেমনই আমার পার্টও একেবারে আলাদা। আমি হলাম নলেজফুল, এখন বাচ্চাদের নলেজ প্রদান করি। তোমরা জানো যে আমরা ফিরে যাই বাবার বাড়িতে অর্থাৎ পরমধাম। বাবা এসেছেন ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। বাবা হলেন আমাদের গাইড, লিব্রেটর, দুঃখ থেকে মুক্তি প্রদান করেন। তোমরা হলে পাণ্ডব সেনা। তোমরা জানো আমরা যাত্রা করছি, আমাদের পান্ডা হলেন স্বয়ং পরম পিতা পরমাত্মা। তোমরাও পথ বলে দাও। সুতরাং তোমরাও রূহানী পান্ডা হলে ।

তারা ব্রাহ্মণরা হল দৈহিক পান্ডা। সবাইকে বলতে হবে - যাত্রা করবেন ? মিত্র আত্মীয়দের সবাইকে বলো - রুহানী যাত্রা করবেন ? যেমন কেউ যাত্রা করতে যাওয়ার আগে নিজেদের কাছের আত্মীয়দের জিজ্ঞাসা করে, ঠিক তেমনই বাবা তোমাদের জিজ্ঞাসা করেন যাত্রা করবে ? এই রুহানী যাত্রা কেবল রুহানী পান্ডা-ই শেখাতে পারেন। সুইট হোমের পথ শুধু তিনিই জানেন। দৈহিক পান্ডা রুহানী হতে পারে কিন্তু রুহানী পান্ডা দৈহিক পান্ডা হতে পারেনা। বাবা তোমাদের থোড়াই বলবেন যে দৈহিক যাত্রা করতে যাও। পান্ডা তখনই হতে পারবে যদি নিজে দেখে এসেছে। এমন তো কেউ নেই যে সুইট হোম দেখে এসে সেখানে নিয়ে যাবে। সুইট হোম বা পরমধামকে কেউ জানে না। আত্মার ডানা ভেঙে গেছে। যতক্ষন বাবা না আসেন ততক্ষণ নতুন ডানা প্রাপ্ত হয়না। মলম পট্টি কেউ করতে পারেনা। যোগের দ্বারা-ই নতুন ডানা প্রাপ্ত হয়। ফিরে যেতে হবে সবাইকে। কেউ যোগবলের দ্বারা বিকর্মজীত হয় , কেউ সাজা ভোগ করে হিসেব নিকেশ মেটায়। দুঃখের সম্পূর্ণ হিসেব নিকেশ ক্লিয়ার হয়। এইসব ড্রামায় নির্দিষ্ট আছে, নিজের বিকর্মের সাক্ষাৎকার গর্ভেই হয় , তারপর সাজা ভোগ করে জন্ম হয়। এখন তো অসংখ্য মানুষ মরছে। সবাইকে নিজের নিজের হিসেব মেটাতে হবে। পুরোনো দুনিয়ার কর্মের খাতার হিসেব মিটিয়ে এখন তোমাদের নতুন দুনিয়ার হিসেবের খাতায় জমা করতে হবে।

বাবা বলেন তোমরা স্মরণে থাকো তাহলে বিকর্ম বিনাশ হবে। তারপর স্বদর্শন চক্র ঘোরালে তোমাদের অনেক সম্পত্তি জমা হবে। যোগের দ্বারা হেল্থ, জ্ঞানের দ্বারা ওয়েলথ প্রাপ্ত হয়। বাবাকে যত স্মরণ করবে তত নিরোগী সুস্থ শরীর প্রাপ্ত হবে। দুনিয়া এই কথা জানেনা। তারা তো বিষ্ণুকে স্ব দর্শন চক্রধারী ভাবে। শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম ইত্যাদি ওঁনাকে দিয়েছে। এবারে ওঁনাকে শঙ্খ ধ্বনি থোড়াই করতে হবে ! এইসব তো তোমাদের কাছে আছে। তোমাদের শঙ্খ ধ্বনিত কর। বলা হয় মন্মনাভব, মধ্যাজিভব। কত সহজ। তোমরা হলে লাইট হাউস। সবাইকে মুক্তিধামের পথ বলে দাও, তারপরে আসবে জীবনমুক্তিধামে। যোগ যুক্ত হও। তোমরা এই নরক বা নোনা বিষয় সাগর পার করার সার্চলাইট দাও। মুক্তিধাম যেতে হবে। তারপরে সার্চলাইট দাও যে এখানে জীবনমুক্তিতে আসতে হবে। এই হল বেহদের ড্রামা যার চলার গতি হল উঁকুনের মতন। আমরা হলাম অ্যাক্টর, এই ড্রামায় আমাদের ৮৪জন্মের পার্ট আছে। ভগবান এসে সহজ রাজ যোগের শিক্ষা দিচ্ছেন, এই কথা কেউ জানেনা। ভগবানকে আসতেই হয় কল্পের সঙ্গমযুগে । তোমরা এখন জানো যে কল্প পূর্বেও সঙ্গম যুগে দেখা হয়েছিল এবং বার বার এই সাক্ষাৎকার হতেই থাকবে। অনেক বাচ্চাদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার হবে। কোনো কোনো বাচ্চা কুসঙ্গে গিয়ে পড়াশোনা ছেড়ে চলেও যায়। চলতে চলতে কারো প্রতি আকৃষ্ট হলে পড়াশোনার নেশা শেষ হয়। ব্রহ্মচর্যে থাকলে ভালো পড়াশোনা হয়। খুব কমজন-ই বিবাহের পরে রাজযোগের এই কোর্স করে। কেউ ভালো ভাবে পাস করে , কারো সময় লাগে কারণ বিকারগ্রস্ত হলে ধারণা হয়না। সে রাজ-বিদ্যা হোক বা রুহানী বিদ্যা , আসলে বিদ্যা ধারণ তো আত্মা করে। ব্যারিস্টারির সংস্কার আত্মায় ভরা থাকে ফলে আত্মা সেই সংস্কার নিয়ে চলে যায়। পুনঃ জন্ম নিয়ে ব্যারিস্টারি পড়া আরম্ভ করে দেয়। তোমাদের তো সেখানে ব্যারিস্টারি, ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার দরকার নেই। তোমাদের বুদ্ধি অটোমেটিক্যালি সতোপ্রধান থাকে। তোমরা জানো যেমন কল্প পূর্বে মহল নির্মাণ করা হয়েছিল তেমনই ভাবে মহল নির্মাণের কার্য উদ্ধার হবে। ড্রামা সেসবই রিপিট করবে যা কল্প পূর্বে হয়েছিল। কোনো রকম পরিশ্রম করতে হবেনা। কিন্তু ভাষা ইত্যাদি শিখতে হবে। সেখানে স্কুলে যাওয়ার জন্যে বিমান ব্যবহার হবে। বিশাল বাড়ি হবে সেখানে অর্থাৎ স্বর্গে। ধরো যত খানি এরিয়া আবুতে ততখানি এরিয়া নিয়ে একটি বাড়ি হবে। পাশে আবু

রোড সম এরিয়া নিয়ে আরেকটি মহল থাকবে। জমি অফুরন্ত হয় কিনা। প্রজাদেরও বিশাল জমিদারি, বিরাট মহল থাকবে। এখনও দেখো মুম্বাইতে কত মানুষ আছে তখন মুম্বাই থাকবেনা। করাচীও থাকবেনা। সবকিছু মিঠা জলের উপরে অবস্থান করবে। নদী ইত্যাদি নিয়ম কায়দা অনুসারে থাকবে। কোনো নদীর ঢেউ তোলার সাধ্যি নেই । সব তত্ব গুলি অর্ডার অনুযায়ী থাকবে। তোমরা প্রকৃতিকে পরাজিত করে বিজয়ী হও। ৫ তত্বের উপরে তোমরা রাজত্ব কর। প্রকৃতি কখনোই চঞ্চল হবেনা।

সুতরাং বাবার শ্রীমৎ অনুযায়ী চলতে হবে। বাবা বলেন কাম হল মহা শত্রু, এই শত্রুকে পরাজিত কর, নাহলে বর্সা প্রাপ্ত হবেনা। এইসময় ফেল হলে কল্প কল্প ফেল হবে তখন আর চান্স পাবেনা। লৌকিক পড়াশোনায় ফেল হলে দ্বিতীয় চান্স থাকে। এখানে নেই। কল্প কল্পের চান্স আছে। প্রাপ্তি খুবই উচ্চ মানের। বোঝান উচিত - সন্ন্যাসী জন বলেন দুইজনের পবিত্র থাকা অসম্ভব। তাদের বলো- না, এতো সম্ভব। সন্ন্যাসীদের জন্যে অসম্ভব কেন ? কারণ তাদের হঠ যোগ কিনা, ঘর সংসার ত্যাগ করতে হয়। তবুও সেই শঙ্করাচার্য্য আসবেন। ভারত যখন পতিত হওয়া আরম্ভ করে তখন সন্ন্যাসীরা এসে থামায়। এই সেবার ফল তাঁরা প্রাপ্ত করেন, গভর্নমেন্টের গুরু পদে বিরাজিত হন। বাচ্চারা তোমাদের হল সর্বশ্রেষ্ঠ মান। তোমাদের যা উপার্জন হয় সেসব কারো হয়না। যে গরিব এক পয়সা দান করে , সেও মহল প্রাপ্ত করে। প্রত্যক্ষ ফলের সাক্ষাৎকার দিব্য দৃষ্টি দ্বারা হয়। দিব্য দৃষ্টি দাতা স্বয়ং এসে তোমাদের পড়ান। নাহলে মুখ্য উদ্দেশ্য টি জানবে কিভাবে তাই মাতাদের সাক্ষাৎকার করাই। মীরা কত তপস্যা সাধনা করেছে কিন্তু সে বৈকুন্ঠের মালিক হতে পারেনা। বাবা বলেন সাক্ষাৎকার আমি করাই। এক সেকেন্ডে দিব্য দৃষ্টি প্রাপ্ত হলে বৈকুন্ঠে গিয়ে ডান্স কর , এর জন্যে তপস্যা ইত্যাদির কোনো কথা নেই। ভক্তি মার্গে অনেক নবধা ভক্তি করার পরে সাক্ষাৎকার হয়। দিব্য দৃষ্টির চাবি আমার হাতে আছে। আমি কাউকে প্রদান করি না। ভক্তি মার্গে সেখানে বসে সাক্ষাৎকার করাই। বাচ্চারা তোমাদের তো বিশ্বের মালিক করি। দুনিয়ায় অনেক রকমের মানুষ থাকে। কেউ ধন নিয়ে মত্ত , কেউ বিজ্ঞান নিয়ে, কেউ অন্য কিছুতে মত্ত .... কিন্তু তোমাদের জন্যে সবই হল ওয়ার্থ নট এ পেনি অর্থাৎ সবই কড়ি সম। সবার ধন সম্পদ মাটিতে মিশে যাবে। সব নষ্ট হবে। কারো ধন ধূলো চাপা থাকবে ... চোর এসে অনেক লুটে নেবে। প্রত্যেকে নিজের সমজিন্সদের স্নেহ করে। অপরকে দেখলে মাথা গরম হয়। দিন প্রতিদিন তোমরা দেখবে যে অনেককে হত্যা করবে, তারা চায় প্রত্যেকে নিজের জন্ম ভূমিতে চলে যাক, তাই নিজেদের দেশ থেকে দূর করে। এবারে তোমরা বাচ্চারা বাবাকে স্মরণ করে বর্সা প্রাপ্ত কর। তোমরা জানো আমরা অশরীরী আত্মা, ৮৪ জন্মের পার্ট এখন পুরো করেছি। কত কোটি কোটি আত্মারা আছে , সবার জীবন কাহিনী তো বলা যাবেনা তাইনা। । মুখ্য আত্মাদের কাহিনী বলা হবে। মুখ্য হলে তোমরা, তোমাদের মন্দির আছে। জগৎ অম্বা , জগৎ পিতার সন্তানদের সংখ্যা তো অনেক হবে। বৈকুন্ঠেরও স্মৃতিচিহ্ন আছে। তাঁদের চৈতন্য মন্দির হল বাস্তবে সত্যযুগ। জড় মন্দিরে স্বর্গের সব এক্টর-রা আসতে পারেনা। এইটি হল মডেল রূপে মন্দির, স্মৃতিচিহ্ন। লক্ষ্মী নারায়ণের মন্দির কত ছোট, সত্যযুগে চৈতন্য মন্দির কত বিশাল হবে ! অনেক বাগান ইত্যাদি থাকবে ! মুগল গার্ডেন তার সামনে কিছুই না। সেখানকার ফল ইত্যাদি এত সুমিষ্ট হবে তার কোনো জবাব নেই! রাত দিনের তফাৎ রয়েছে। যেমন বৃক্ষ পুরোনো হয় যখন ফল দিতে দিতে শেষ হয়ে যায়। তখন বলা হয় বৃক্ষটি নষ্ট হয়েছে। এখানে প্রতিটি বস্তু নষ্ট হবে। সেখানকার আম ইত্যাদি ফল খুব ফার্স্ট ক্লাস হবে। আমরা এখন রাজধানী স্থাপন করছি শ্রীমৎ অনুযায়ী। অর্থাৎ শ্রীমৎ অনুসারে চলতে হবে

তাইনা। পবিত্রও হতে হবে। মুশকিল তো কিছু নেই। এক জন্ম পবিত্র থাকলে ২১ জন্মের রাজ্য ভাগ্য প্রাপ্ত হবে। তাহলে এমন কে আছে যে পবিত্র হবেনা। শ্রীমৎ অনুযায়ী চলবেনা।

তোমরা জানো ভারত সত্যখণ্ড ছিল। এখানে প্রকৃত রাজত্ব ছিল। এখন হল মিথ্যা খন্ড। প্রত্যেকটি কথায় মিথ্যা আছে। বলে অমুক জ্যোতি জ্যোতি পুঞ্জে মিশেছে বা নির্বাণধাম গমন করেছে। এখন তোমরা জানো নির্বাণ ধাম হল নিবাস স্থান। তোমরা প্রত্যেকটি কথা যথাযথভাবে বলতে পারো। বাবাকে সত্য বলা হয়। তিনি সত্যখণ্ড স্থাপন করেন। ভক্তরা জন্ম জন্ম ভগবানকে স্মরণ করে কিন্তু তাঁরা ভগবানের ঠিকানা প্রাপ্ত করেনা। তিনি হলেন প্রিয়তম, এখন বাচ্চারা তোমাদের রাজ্য ভাগ্য প্রদান করে নিজে গোপনে অবস্থান করেন। তবেই তো বলা হয় - তোমার মতি গতি তুমি-ই জানো। তাই কেউ জানেনা । হে প্রভু তোমার মতি গতি তুমি-ই জানো ... আর জানেনা কেউ। শ্রীমৎ দ্বারা কি হবে ? গতি-সদগতি ... সেসব তোমরা জানো। এখন বাচ্চারা তোমাদের বাবা শ্রীমৎ দিচ্ছেন - নিজেকে আত্মা ভেবে আমায় স্মরণ করো। টিচার এমন শপথ করাবে নাকি যে আমি তোমাদের ব্যারিস্টারির আসনে বসাবো । তিনি নিজে শিক্ষা নিয়ে ব্যারিস্টারির আসনে বসবেন। বাবাও বলেন যত স্মরণ করবে তত যোগ বলের দ্বারা সর্ব পাপ মুক্ত হবে। স্মরণের যাত্রা অর্থাৎ তোমাদের আত্মা আমার কাছে আসছে। নিজের কাছে স্মরণের চার্ট রাখবে। কারো আধ ঘন্টার চার্ট, কারো সোয়া ঘন্টার হবে। কারো আবার পাঁচ মিনিটেরও হবেনা। কারো খুব ভালো চার্ট হবে। এইসব তোমরা দেখতে পাবে। স্কুলে টিচার অথবা স্টুডেন্ট নিজেরা বোঝে কত মার্ক্স আসবে। এখানেতো নম্বর অনুসারে বসানো যাবেনা। হতাশ হয়ে যাবে তাই মালা তৈরি করা যাবেনা। মায়া ভালো ভালো আত্মাদের উপর নীচে করে দেয়। শ্রীমৎ অনুযায়ী না চললে মায়া আক্রমন করবে। এই হল পরিশ্রম। আমরা এখন পরম ধামের দিকে যাত্রা করছি। ৮৪ জন্ম পূর্ণ হয়েছে। বাবা নিয়ে যেতে এসেছেন। তাই বাবাকে স্মরণ করতে হবে, অন্যদেরও মন্ত্র দিতে হবে। মন্ত্র জপ করতে হবেনা। গুরুর কাছে বিভিন্ন রকমের মন্ত্র প্রাপ্ত হয়। বাবা বলেন প্রিয়তম-কে স্মরণ কর। প্রিয়তম এসেছেন প্রিয়তমা-দের কাছে। সম্পূর্ণ দুনিয়ার আত্মারা হল প্রিয়তমা, যারা বাবাকে স্মরণ করে। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদেরকে মাতা পিতা বাপদাদার স্মরণ স্নেহ ও সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) কুসঙ্গে থেকে কখনও পড়াশোনা ত্যাগ করবেনা। কোনো দেহধারীর সঙ্গে সম্বন্ধ যুক্ত করবে না।

২) পাপ মুক্ত হওয়ার বিধি হল 'স্মরণ', তাই স্মরণের চার্ট অবশ্যই রাখতে হবে। স্মরণে থাকার বিষয়ে নিজের সঙ্গে প্রতিজ্ঞা করতে হবে।

বরদান :- সর্ব সম্বন্ধ দিয়ে বাবাকে নিজের আপন করে একরস থাকতে পারা নষ্টমোহ স্মৃতি স্বরূপ ভব

ব্যাখা: নষ্ট মোহ স্মৃতি স্বরূপ হওয়ার জন্যে সর্ব সম্বন্ধ দিয়ে বাবাকে আপন কর। কোনোরকম দৈহিক সম্বন্ধে যেন বুদ্ধির টান না থাকে। যদি কোথাও টান থাকবে তো বুদ্ধি চঞ্চল হবে। বসবে

বাবাকে স্মরণ করতে এবং স্মরণে আসবে সে যার প্রতি মোহ থাকবে। কারো টাকা পয়সায় মোহ থাকে, কারো গয়নাগাটিতে, কারো কোনো বিশেষ সম্বন্ধের প্রতি ... যার যেখানে মোহ থাকবে তার বুদ্ধি সেখানে যাবে। যদি বার বার বুদ্ধি যায় তবে একরস থাকতে পারবে না ।

স্লোগান – প্রকৃতিকে দাসী করে নাও তাহলে উদাসীনতার অনুভতি দূর হয়ে যাবে ।